সিনোডল মন্ত্রণাসভা
ধর্মপল্লী পর্যায়ের - ১২টি ধাপ

অন্তরে ভ্রাতৃত্ববোধ, দায়িত্ববোধ ও সহমর্মিতা লালন করতে এবং সকল পুরোহিত, ধর্মব্রতী, সমাজের সাধারণ নারী-পুরুষ, শিশু, যুবা, একক ব্যক্তি, বিবাহিত যুগল, পরিবার ও বয়স্কদের সামিল করতে। এভাবেই এই মন্ত্রণা প্রক্রিয়া তুলে ধরবে আমাদের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও জাতিগত বৈচিত্র্যের প্রেক্ষাপট এবং সেই সঙ্গে, যারা কাথলিক ধর্ম-বিশ্বাসে আর সক্রিয় নয় তাদের সাথেও যোগাযোগ স্থাপনে জোগাবে উৎসাহ। প্যারিশ পর্যায়ে এই মন্ত্রণা প্রক্রিয়ার ১২টি ধাপ হলো:

১ম ধাপ: ধর্মপল্লীর পালকীয় পরিষদ-মন্ডলীর সভা আহ্বান করা।
একটি সিনোডাল চার্চ তার অভিব্যক্তি খুঁজে পায় তার বিদ্যমান কাঠামোর মধ্যে দিয়ে (PPC/ PFC)। তাই এদের সাথেই এ ব্যাপারে কথাবার্তা শুরু করুন। তাদের সাথে পোপ ফ্রান্সিসের Synod সম্বন্ধীয় দৃষ্টিভঙ্গি শেয়ার করুন।

২য় ধাপ : সংযোগকারী ব্যক্তি নিয়োগ করা।
এই সংযোগকারী-ই হবে প্রধান ব্যক্তি যিনি ধর্মপল্লীর মন্ত্রণাসভার সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটির পরিচালনার দায়ীত্বে থাকবেন। তিনি পালপুরোহিত ও প্যারিশ সিনোডল দল-এর মধ্যে যোগাযোগ হিসাবে কাজ করবেন। সেই সঙ্গে, প্যারিশ ও ডায়োসেসন সিনড দলের মাঝে তিনি-ই হবেন সূত্রধর।

৩য় ধাপ: ধর্মপল্লীর নিজস্ব সিনড দল গঠন
এই দলটি হবে সংযোগকারীর কার্যনির্বাহী সংস্থা। এর সদস্য / সদস্যা-দের মনোনয়নের মধ্য দিয়ে যেন ধর্মপল্লীর বৈচিত্র প্রতিফলিত হয়। বিভিন্ন সংস্কৃতি, প্রজন্ম ও ঐতিহ্যের পটভূমির প্রতিনিধি হয়ে ধর্মপল্লীর প্রধান নেতৃবর্গ, সাধারণ নারী-পুরুষ, যাজক, ধর্মব্রতী-দের এই দলে রাখা উচিত।

৪র্থ ধাপ : নিজ নিজ ধর্মপল্লীর নির্দিষ্ট পথ নির্ণয়ন করা
প্যারিশ সংযোগকারী ও প্যারিশ সিনড দল নিজেদের মধ্য আলাপ-আলোচনা করে ধর্মপল্লীর মন্ত্রণা প্রক্রিয়ার পথ নির্ধারণ ও নির্ণয়ন করবে।

৫ম ধাপ: আলোচনার জন্য বিভিন্ন গোষ্ঠি / শ্রেণী চিহ্নিত করা ও আলোচনার প্রক্রিয়া পরিকল্পনা করা
ধর্মপল্লীতে আলোচনা চক্রের জন্য সম্ভাব্য সমস্ত গোষ্ঠী / দল চিহ্নিত করুন এবং আপনার কার্যনির্বাহী দলের সাথে পরামর্শ করে মন্ত্রণাসভাব-গুলির দিনক্ষণ ঠিক করুন।

৬ষ্ঠ ধাপ : সাহায্যকারীদের বাছাই করা
আলোচনা সভা পরিচালনার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদের সাহায্যকারী-রূপে নিযুক্ত করুন। অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দলের জন্য একজন করে সাহায্যকারী থাকবে।

৭ম ধাপ : সিনড সম্বন্ধে ধর্মপল্লীতে ব্যাপক প্রচার করুন

সিনড ও আলোচনা প্রক্রিয়া সম্বন্ধে প্রচার করার জন্য দায়ীত্বপূর্ণ লোক নিয়োগ করুন। প্রচারের কাজে বিভিন্ন প্রকার মাধ্যম ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন, প্যারিশ ঘোষণা, ফোন কল, ছাপানো ইস্তেহার, সামাজিক মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম, ইত্যাদী। যতটা সম্ভব চেষ্টা করুন প্রান্তিক পরিধি পর্যন্ত পৌছাতে।

৮ম ধাপ : সাহায্যকারীদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন করা

পরামর্শ প্রক্রিয়া সঠিক ও সুস্থভাবে পরিচালনার খাতিরে সকল সাহায্যকারীদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করা উচিত, যেন তারা মন্ত্রণাসভা পরিচালনা করার বিভিন্ন উদ্ভাবনী পদ্ধতি অনুশীলনের মাধ্যমে আয়ত্ব করে ও ভুল-ভ্রান্তি এড়াতে শেখে ।

৯ম ধাপ : পরিকল্পিত প্রক্রিয়ার বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান ও সঠিক পথে চালিত করা

এর দ্বারা সমগ্র প্রক্রিয়াটি সময়মত শেষ করা সম্ভব। এর জন্য প্রয়োজন সংযোগকারী (ব্যক্তি / দল) ও সাহায্যকারীদের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ।

১০ম ধাপ : তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও সমন্বয়-সাধন

ধর্মপল্লীর সকল আলোচনা সভায় সংগৃহীত পর্যবেক্ষন বিশ্লেষন করে একটি ১০ পাতার প্রতিবেদন তৈরী করা যা ধর্মপল্লীর নিজস্ব প্রাক্-ধর্মসভার আলোচ্য বিষয় হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

১১শ ধাপ : ধর্মপল্লী-স্তরে প্রাক্-ধর্মসভা আয়োজন করা

এই প্রাক্-ধর্মসভা ধর্মপল্লীর বিভিন্ন পল্লীবাসীদের একত্রিত করে এক যথার্থ উপাসনা অনুষ্ঠান উদযাপন করার সুযোগ এনে দেয়। যেখানে, এই মন্ত্রণাসভার অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষন, তাদের বর্তমান পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে এবং, সহভাগিতার এই যাত্রাপথে, পবিত্র আত্মার আহ্বান শুনতে সাহায্য করে।

১২শ ধাপ : ধর্মপল্লীর প্রতিবেদন পেশ করা

প্যারিশ প্রাক-ধর্মসভা থেকে উদ্ভুত, সর্বোচ্চ ১০-পৃষ্ঠার এক চূড়ান্ত প্রতিবেদন ডায়োসেসান সংযোকারীর কাছে সময়মত জমা দিতে হবে।